25

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUN 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ঃ জাতীয় কমিটির প্রথম বৈঠক

প্রাথমিক স্কুলে ড্রপ আউট বন্ধ করতে হবে ঃ সিলেবাসের বোঝা কমাতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বলেছেন, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার উপায় হচ্ছে শিক্ষা। খবর বাসস'র।

তিনি বলেন, যদিও দারিদ্র্য আমাদের প্রধান সমস্যা, তবু দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার আইসিসি'তে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটির প্রথম বৈঠকে সভানেত্রীর ভাষণে এ কথা বলেন।

প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী এই বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাসহ এ ব্যাপারে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়। বৈঠকে আগামী দশ বছরের মধ্যে সবাইকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, কোন জাতি শিক্ষা ছাড়া উন্নতি করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি সবার জন্য শিক্ষার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন শুরু করার আহবান জানান।

তিনি বলেন, তার দল নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্যা সমাধানে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন এমন কি যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখনও আমরা শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপমন্ত্রী, অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, আখতারুজ্জামান এমপি, স্বাস্থ্য সচিব মুহাম্মদ আলী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদত হোসেন, ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন ও কাজী ফজলুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, মহিলা ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডঃ মোজাম্মেল হোসেন, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মওলানা নূরুল ইসলাম, সংসদ সদস্য, সচিব ও সরকারী কর্মকর্তাসহ কমিটির সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক স্কুলে ড্রপ আউট বন্ধ করতে হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিকাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ এবং ছাত্রদের মন থেকে ভীতি দূর করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচীর বোঝা কমানোর ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিক্ষা কারিকুলাম আকর্ষণীয় হতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্রছাত্রী ঝরে না যায়। প্রধানমন্ত্রী সরকারী, বেসরকারী ও কিন্ডারগার্টেনসহ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যও আহবান জানান।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মাঠ পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা হবে।

বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেয়া হবে।

বৈঠকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারণের পথে বাধা সৃষ্টিকারী স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শিক্ষা সম্প্রসারণে অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ছুটিকালীন সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ও দলসমূহকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, ছাত্রদেরকে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে।